দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

১৭শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

001

তেজস্ক্রিয় দুধের চেয়ে মারাত্মক

ঢাকা শহরে কিন্ডারগার্টেনসহ কিছু কিছু অভিজাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কচি শিশুদের উপর একাধিক ভাষায় পুস্তক চাপিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষাবিদদের মতে ৮ বৎসর বয়সের নীচের শিশুকে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেয়া মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়—যা আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতির মূলভিত্তি। কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহে নার্সারী ক্লাসে তিন বৎসর বয়সের শিশুকে ৫/৬টি বই পড়তে বাধ্য করা হয়, বাংলা, ইংরেজী, আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়া হয় ও ডজন খানেক খাতা লিখতে দেয়া হয়। আমাদের দেশে এ বয়সে বহু শিশু দৌড়িয়ে হাঁটতেও শিখে না। অথচ এই কচি বয়সে শিশুর উপর প্রহসনমূলক শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে তাদের সম্ভাবনাময় শিক্ষার সুযোগ অংকুরেই বিনষ্ট করা হচ্ছে।

শিশু শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষাবিদদের মত হলো:

(১) শিশুকে তার বয়স, রুচি ও সামর্থের বাইরে শিখতে বাধ্য করা উচিত নয়।

(২) শিশু যা বুঝে না তা তোতা পাখীর মত মুখস্ত করতে দেয়া উচিত নয়।

না বুঝে পড়লে মুখস্থ হয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হয় না।

(৩) শিশুর লেখাপড়ার জন্য চাপ ভয়ভীতি, বেত্রাঘাত পরিহার করতে হবে।

(৪) শিশুকে ভালবেসে আদর করে শিক্ষা দিতে হবে। তাতে লেখাপড়ার প্রতি তার অনুরাগ জন্মাবে।

(৫) শিশুকে গল্প, খেলা, অভিনয়, গান ও অন্যান্য অভিনব চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে যাতে শিশু বুঝতে না পারে সে লেখাপড়া শিখছে।

কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়সমূহের মূল লক্ষ্য টাকা উপার্জন। শিশু মনোবিজ্ঞান শিক্ষানীতি ও কিন্ডার গার্টেন পদ্ধতির প্রকৃত নীতির উপর তাদের আদৌ কোন আস্থা নেই।

কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়সমূহে এমন সব ইংরেজী পড়ানো হয় যা আমাদের দেশের শিক্ষা কারিকুলামে নেই। কেজি ওয়ানের শিশুকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বইয়ের চেয়ে উচ্চমানের ইংরেজী বই পড়ানো হয়। এই শিশুকে উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হলে তাকে ২/৩ বছর আগে পড়া ইংরেজী বইগুলো পুনরায় পড়তে বাধ্য করা হয়।

অভিভাবক মহলের অধিকাংশের ধারণা যে তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বই পড়েই অনেক বেশী শিখছে। কিন্তু আসলে বইয়ের বোঝা শিশুর জ্ঞানের পরিধি না বাড়িয়ে শিশুর পড়ার মানসিকতা ধ্বংস করে তার জ্ঞানের পরিধি বরং ক্ষীণ করে তুলতেই সহায়ক হয়।

যে পাঠ শিশু বোঝেনা, যে পাঠে শিশুর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হয় না, যে পাঠে লেখাপড়ার প্রতি শিশুর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মায়, যে পাঠে শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে পাঠ বস্তুত তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন দুধের চেয়েও ক্ষতিকর।

তাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যত আমাদের শিশুদের এই মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষার স্বার্থে বিদেশী ভাষার উল্লিখিত শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা আশু ও একান্ত প্রয়োজন।

—মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
৫ নং দক্ষিণ বাসাবো,
ঢাকা-১৪।